

কুদ্দুস খানের সম্পাদকীয় স্টাইল এবং মুশফিক প্রধানের আত্মতৃপ্তির টেকুর

-জাহেদ আহমদ

কুদ্দুস খানের প্রতি অনুরোধ - তিনি যেন আমার লেখাটির উপর কোন ভানুমতির খেলা না খেলে অর্থাৎ, কোন কিছু যোগ-বিয়োগ ব্যতীত (অবিকৃত অবস্থায়) ছাপান। আমি একই লেখা মুক্ত-মনা সহ অন্যান্য ফোরামগুলোতেও পাঠাচ্ছি। পাঠকেরা মিলিয়ে দেখবেন।

তিনি যে অশিক্ষিত না, এটি বোঝানোর জন্যই বোধ করি ভিন্নমতের সম্পাদক কুদ্দুস খান এক পৃষ্ঠার প্রবন্ধে অর্ধেক পাতা ইংরেজী উদ্ধৃতি দিয়ে, বাকী অর্ধেক পাতা সেগুলির বাংলা তরজমা দিয়ে ভরে দেন, অপরের লেখার আগে ও পিছে নিজের ইচ্ছা মত বক্তব্য এবং আরেক জনের প্রবন্ধ জুড়ে দেন (আলাদা ভাবে আমার লেখার প্রত্যুত্তরে কিছু লিখলে আপত্তি ছিল না); যদি ও আমি কখনোই জনাব খান কে অশিক্ষিত বলিনি^{*১}। বলেছি পল কার্জ নিয়ে তিনি বিভ্রান্তিতে। ফল কী হলো? আমার পাঠানো প্রবন্ধটির শিরোনাম পালটে করে দিলেন ‘মডারেটর জাহেদ আহমদের ভাষা’, প্রবন্ধের আগে মনের মাধুরী মিশিয়ে জুড়ে দিলেন তাঁর নিজের মন্তব্য, প্রবন্ধের শেষে পল কার্জের এগারো বছর আগের একটি প্রবন্ধ (এই এগারো বছরে পৃথিবীর রাজনীতির গতি-প্রকৃতি যে কতটা বদলেছে তা খান নিজেও জানেন) এমন ভাবে যুক্ত করে দিলেন যে, মনে হবে আমি নিজে সেটা জুড়ে দিয়েছি। আজ আবার দেখছি কোন এক রহস্যময় কারণে খান উপরে উল্লেখিত শিরোনাম সহ বাকী সব কিছু সরিয়ে দিয়ে আবার আমার দেয়া টাইটেলটি পুনর্বহাল রেখেছেন। এই ভিন্নমত নিয়ে খান সাহেব যে কি ভানুমতির খেলা শুরু করেছেন তা উনিই ভাল জানেন। এসবই করছেন মান্যবর কুদ্দুস খান ভিন্নমতের মডারেটর হবার বদৌলতে (মজার ব্যাপার হল খান সাহেব আবার নিজেকে ‘ম্যানেজার’ বলতে পছন্দ করেন, কারণ উনি নাকি পাঠকের লেখায় হাত দেন না, পাঠকই নাকি তার দেবতা! জাহেদ আহমেদের বেলা এই ‘পাঠক দেবতা’ কোন জঙ্গলে লুকান তার উত্তর এই ম্যানেজার সাহেবেরই ভাল জানবার কথা), যদি ও এগুলি গণতন্ত্র ও পরমতের প্রতি সহনশীল কোন সম্পাদকের পক্ষে কখনোই করা সম্ভব নয়। তাই তো দেখি- এই কুদ্দুস খানের মত লোকেরাই ইসলামী দুনিয়ায় গণতন্ত্র কায়েম করার একমাত্র উপায় হিসেবে বুশের অনৈতিক ইরাক যুদ্ধকে সমর্থন করা ফরজে আইন বলে মনে করেন। আমি তাই আহত হলে ও আশ্চর্য নই। পাঠক স্মরণ করতে পারেন খান সাহেবের স্বৈরাচারী সম্পাদকীয় নীতির আরো কিছু নমুনাঃ

আমেরিকার সাম্প্রতিক নির্বাচন কালে অভিজিৎ রায়, রাফিদা আহমদ বন্যা, ডঃ জাফর উল্লাহ প্রমুখদের লেখা তিনি সম্পূর্ণ পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে মুক্ত মনা

থেকে কপি করে এনে ভিন্নমতে ছাপিয়েছেন। আরো গর্হিত অপরাধ যেটি- আলী সিনা নামক এক ‘কুপমন্ডুক লেখকের’ (কুপমন্ডুক বলায় অ্যান্টি-ইসলামিস্ট ভাইয়েরা আপনাদের গুরুর অপমানে আহত হবেন না যেন) লেখার সাথে মিস বন্যার লেখা এমন ভাবে জুড়ে দিয়েছেন যাতে মনে হতে পারে আলী বোধ করি বন্যার লেখার জবাব দিয়েছেন ভিন্নমতের পাতায়।

আমার ক্ষেত্রে যা যা করেছেন, ঠিক তেমনি খান তাঁর স্বৈরনীতির দ্বারা দিন কয়েক আগে ডঃ জাফর উল্লাহর লেখাটির নিজস্ব শিরোনাম পালটে দিয়ে ‘ডঃ জাফর উল্লাহর ব্যক্তিগত আক্রমণের স্টাইল’ করেছিলেন। ‘বাংলার নারী’ নামক একটা ফোরামে সৈয়দ মুনির আমাকে জাফর উল্লাহর একটি লেখা সম্পর্কে লিখেছিলেন, আর কুদ্দুস খান কোন নীয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে *বাংলার নারী* থেকে তাই কপি করে বরাবরের মত পছন্দ সহি অংশ বিশেষ শিরোনাম করে তা ছেপে দিয়ে ডঃ জাফরের উপর শোধ নিয়েছেন। শুধু তাই নয়। নির্বাচনের আগে নির্বাচনে আক্রমণ চালিয়েছিলেন আমার আর অভিজিৎ রায়ের উপর। আর তামসা করে বলেছিলেন, বুশ জিতলে নাকি আমার শিগগিরই হার্টের ডাক্তার দেখাতে হবে; আর অভিজিৎ রায়কে ‘অজ্ঞ’ বানানোর জন্য বলেছিলেন, ‘এটা সিঙ্গাপুরের নির্বাচন নয়’। অভিজিৎ রায়কে অজ্ঞ প্রমাণ করতে অহরহ ‘সিঙ্গাপুর’ টেনে নিয়ে আসেন, কিন্তু আবার আবুল কাশেমের প্রশংসাসূচক বক্তব্য নিজের লেখার আগে জুড়ে দিয়ে পাঠকদের কাছে বাহবা কুড়াতে চান! যেন ভাবখানা এই, সিঙ্গাপুরে থেকে আমেরিকার নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু জানার কথা নয়, কিন্তু অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখলে ঠিক আছে! এসব চটুল এবং সারবত্তাহীন শিরোনাম দ্বারা খানের পাঠক আকৃষ্ট করার (বৃথা) চেষ্টা দেখে মনে হয়, বাংলাদেশে থাকা কালে খান সাহেব পঞ্চগশ পয়সায় কিনতে পাওয়া যায়, ঢাকার বাজারে বিকেলে বের হয়, এমন সব দু’ পাতার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

এবার পল কার্জের লেখা সম্পর্কে দু’টি কথা।

কুদ্দুস খান পল কার্জের এগারো বছর আগের একটি লেখার মন্তব্যকে এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে পাঠকের মনে হতে পারে, পল কার্জ বুশের সাম্প্রতিক ইরাক যুদ্ধের পক্ষে এবং চরম মাত্রায় মুসলিম বিদ্বেষী। সম্ভবত খান জানতেন যে মুশফিক প্রধানের মত আহাম্মক পাঠককে বোঝানোর জন্য এ রকম আর্টিকেল ভাল কাজ দেবে। এটি খানের ভাবনা হয়ে থাকলে তা সঠিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে বৈকি! মুশফিক খুশীতে বগল বাজাচ্ছেন এই ভেবে- পল কার্জ আসলেই মুসলিম বিরোধী! আমি বলি, বোকারা সততই স্বর্গে বাস করে! **নিচের প্রবন্ধ^{*২} পড়লে বোঝা যাবে পল কার্জ কি ভাবে চরম মাত্রায় বুশের ইরাক যুদ্ধ এবং তাঁর প্রশাসনে রক্ষণশীল খ্রীস্টান মৌলবাদীদের উত্থানের ঘোর বিরোধী এবং সমালোচক। অবশ্য সামসাদ অভিধান নির্ভর মুশফিক আবার এটির নিজস্ব বাংলা তরজমার মাধ্যমে কি করতে গিয়ে কী করে বসেন, সেটা ও একটা চিন্তার বিষয়!**

মুশফিক তার সর্বশেষ লেখায়^{*৩} বলেছেন, আমি ভুল স্বীকার করতে নারাজ,

অহমিকায় পূর্ণ, একজন লোক। তাঁর বিচারে আমার ভুল হচ্ছে পল কার্জ যে ইসলাম বিদ্বেষী নয়, এটি মনে করা। আশা করি নীচের প্রবন্ধ বলে দিবে এ বিষয়ে ভুল ধারণা আসলে কার। তবে কৌতুকের বিষয় এই যে, কপালের নীচে চোখ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁরই সংগ্রহ করা ১৬ টি বইয়ের তালিকার মধ্যে ১২ নাম্বার বইটির নাম যে দেখতে পাননি^{*৪}, সে ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আমি নিশ্চিত, এর পরে লেখালেখি করলে ও এটি তিনি এড়িয়ে যাবেন। তারপর ও আমরা মেনে নিব- মুশফিক ভুল স্বীকার করতে ভালবাসেন! তেমনি ভাবে এখনও ভদ্রলোক professor emeritus এর মানে বুঝতে পারেননি। আমি বললেও তাঁর বিশ্বাস হবে না কারণ মাথায় এখন ও সামসদের পোকা। এই না হলে বাঙ্গালী? সরাসরি সহজে বোধগম্য ইংরেজীতে মানে না শিখে এরা যা করতে ভালবাসেঃ সামসদে দেয়া ইংরেজী শব্দের বাংলা তরজমাকে পরে আবার ইংরেজী করে ইংরেজী শেখে! professor emeritus এর মানে তাই মুশফিকের কাছে সসম্মানে অব্যাহতি প্রাপ্ত বা honorably discharged. একই কারণে Philosophy এর বাংলা তাই মুশফিকদের কাছে মনোবিজ্ঞান হয়ে যায়!

শেষ করার আগে কুদ্দুস খান কে দু'টো কথা বলি। আপনি কেন আজকাল রাজনীতি নিয়ে এত মাতলেন (সেতারা হাসেমের উৎসাহে বুঝি!)? ভালই তো লেখতেন অর্থনীতি বিষয়ে। সুখে থাকতে কেন ভূতে কিলালো? রাজনীতি নিয়ে লেখার বহু লোক রয়েছে। যদি ও রাজনীতি এবং অর্থনীতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, তথাপি লাইনচ্যুত হওয়াটা কি ভাল? আরেকটি কথা। ভিন্নমত কে টিকিয়ে রাখার উপায় হিসেবে চটুলসার বিতর্ক কেই দয়া করে একমাত্র পুঁজি করবেন না। মেধাহীন, অপরিপাক বিপ্লবের ক্ষমতা সম্পন্ন লোকের সাথে বিতর্কে জেতার চাইতে আমার নিকট বুদ্ধিদীপ্ত একজন লোকের কাছে বিতর্কে হেরে যাওয়া বেশী আনন্দের।

শুভেচ্ছা রইলো।

নিউ ইয়র্ক

১১/১২/২০০৪

পাদটীকাঃ

*১ খান লিখেছেন- আসলে জাহেদ সাহেব আমাদের যতটা অশিক্ষিত মনে করেন, আমরা ততটা অশিক্ষিত নই। পাঠকের করুণা পাবার এমন কৌশল সচরা চর দেখা যায় না।

*৩ <http://www.vinnomot.com/AZD/PradhanJahed65.pdf>

*8 <http://www.vinnomot.com/Anika/KasemIslam/PradhanJahedPindi.pdf>

The Immorality of the War Against Iraq ^{*2}

Editorial

Paul Kurtz

The following article is from [Free Inquiry magazine](#) Volume 23, Number 2.

Free Inquiry magazine does not endorse political candidates nor political parties. We recognize the wide diversity of political viewpoints among secular humanists. We do, however, take positions concerning two vital issues: first, we support humanist ethical principles on grounds independent of religion; and second, we defend the separation of church and state.

By both these standards, the United States faces an urgent crisis today, for **the Religious Right has virtually captured the Bush administration. Increasingly, the administration's moral ideology is that of evangelical Christianity. This directly impacts on U.S. foreign policy, which shows strong overtones of self-righteous moral indignation and seems guided by the sense that we face a battle between "good and evil."** This can be read in the speeches of Bush, Rumsfeld, Rice, Wolfowitz, and others. Unfortunately, in its extreme form the War on Terrorism smacks of a Holy Religious Crusade against Islam. This impression has been created by some administration rhetoric and reinforced by a torrent of inflammatory language from right-wing pundits and clerics of the Religious Right. Disturbingly, millions of Muslims around the world now believe that the War on Terror constitutes an American Christian jihad against their religion.

As we go to press, the War on Terrorism has morphed into an impending war against Iraq, which may have erupted by the time you read these words. President Bush has repeatedly condemned Saddam Hussein as evil (surely Hussein is no angel-far from that-but that is true of many world leaders). Bush has further demanded the disarming of Iraq and the replacement of its government with a regime to our liking.

[We object to the impending war on Iraq on moral grounds.](#)

What especially bothers us is the crescendo of drumbeats advocating, however incoherently, a preemptive strike. This marks a fundamental reversal in American foreign policy. Never before has the U.S. openly announced its intention to strike first in the absence of an immediate threat.

America has previously gone to war in response to ambiguous or arguably fabricated threats (the Spanish-American War, Vietnam, and the Panama incursion come to mind), but the very fact that U.S. leaders went to such lengths to craft threat scenarios demonstrated that Americans considered the resort to force unthinkable without at least the pretext of aggressive provocation. In dispensing with such niceties and

espousing an open doctrine of pre-emption, Bush blazes a disturbing trail.

One might conceivably justify a first strike when there is danger of imminent attack by a threatening adversary. Iraq currently does not fit into this category. Defeated in the Gulf War of 1991, its population impoverished, its economy in shambles, its no-fly zones constantly bombarded by American and British aircraft, Iraq hardly poses a threat to the safety of the United States.

If the United States reserves the right to engage in preemptive warfare (even nuclear¹), what are we to say about the confrontation between India and Pakistan-would they or anyone else be justified in taking the same action? We believe in a world in which there are certain norms of established international conduct and in which one power (in this case, a *hyperpower* such as the United States) does not arrogate to itself the right to dictate acceptable behavior across the globe.

We thoroughly approve of the administration's earlier decision (under the influence at that time of Colin Powell, who has since become more hawkish) that U.N. inspectors return to Iraq and that retaliatory measures be taken only if explicitly authorized by the U.N. Security Council. But we hope that war could be avoided, for we believe that the best method of resolving international conflicts is by the negotiation of differences. We thus agree with efforts to disarm Iraq peacefully.

Obviously, current U.S. policies threaten to undermine the entire fabric of collective security so carefully developed by the world community after the Second World War. As a result of our policies, will the United Nations be rendered impotent like the League of Nations and left unable to resolve international conflicts? If so, this could have tragic implications for the future of humankind.

Indeed, the Bush administration's recent policy choices, such as its refusal to sign the Kyoto Treaty on global warming or to accept the jurisdiction of the International Court of Justice in the Hague, illustrate an increasingly chauvinistic character.

Mr. Bush expresses his reasons for war in high-flown rhetoric about defending ourselves from the weapons of mass destruction of Saddam Hussein. Interestingly, his speeches are drafted by evangelical speechwriters (such as Michael Gerson), and they express a dismaying level of religious imagery.

They convert the presidency into a bully pulpit for God, which simultaneously masks underlying imperialist economic ambitions while it suggests divine sanction for American policy. **We wonder whether the real motive in all this is oil, for Iraq has the second-largest oil reserves in the world; and we suspect that the underlying goal of the United States and Britain is to replace the Iraqi oil contracts bestowed upon France and Russia with new ones benefiting themselves. Nevertheless, we deplore the undermining of the United Nations and NATO and the disenchantment of our traditional allies, who view our foreign policy as a form of unilateral nationalism.**

There is one measure the president has recommended that we thoroughly support: the decision to provide economic assistance to African and Caribbean countries suffering high rates of AIDS. Some 15 million Africans have already died from the disease, and there are an estimated three million new cases a year. There is a desperate need for medicines, and the president is to be applauded for proposing financial assistance to purchase them.

Will his administration also undertake the preventive measures that Africans so

desperately need, namely, contraceptive education and the free distribution of condoms to the millions who cannot afford them? Or will the administration's dominant theological-moral position cause such assistance to be choked off, as it was in the past, in the name of a "higher" religious morality, which instead urges abstinence and offers no promise of reducing AIDS transmission? The first measure that the administration adopted upon Bush's inauguration was to cut off all contraceptive aid for the developing world, fearing that it might lead to abortion. In this area as in others the foreign policy of the United States suffers from being dominated by a theologically driven conception of morality, and this has had dire consequences for the entire world.

Parenthetically, we wish to express our approval of the uprisings among students and other dissidents in Iran, and especially to commend the views of Prince Reza Pahlavi, son of the deposed Shah, who courageously demands democracy, human rights, and a secular state in a future Iran. The Prince should not be simply identified with his father; for he is a strong advocate of a new constitutional democracy for Iran. Iran has suffered a terrible religious Inquisition at the hands of the Ayatollahs; and it is encouraging that there are today genuine calls for secular democracy. Were that to take root in Iran, what an enormous difference it could make in the Middle East.

Paul Kurtz, Editor-in-Chief

Tom Flynn, Editor

Norm Allen, Deputy Editor

Andrea Szalanski, Managing Editor

Tim Madigan, Chair, Editorial Board

That's Rev. Mr. President!

The startling intrusion of evangelical Christian language into President George W. Bush's official statements is typified by his brief address to the nation following the tragic loss of the Space Shuttle Columbia. These two concluding paragraphs constitute fully one-third of the *entire* presidential statement.

In the skies today we saw destruction and tragedy. Yet farther than we can see there is comfort and hope. In the words of the prophet Isaiah, "Lift your eyes and look to the heavens: Who created all these? He who brings out the starry hosts one by one, and calls them each by name. Because of his great power and mighty strength, not one of them is missing."

The same creator who names the stars also knows the names of the seven souls we mourn today.

The crew of the shuttle Columbia did not return safely to Earth. Yet we can pray that all are safely home. May God bless the grieving families, and may God continue to bless America.

Paul Kurtz, founder of the Council for Secular Humanism, is editor-in-chief of *Free Inquiry* and professor emeritus of philosophy at the State University of New York at

Buffalo.

URL: http://www.secularhumanism.org/library/fi/kurtz_23_2.htm